বিল নং----------, ১৯৯৯।

আইন কমিশন আইন (১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আইন কমিশন আইন (অতঃপর আইন বলিয়া অভিহিত) এর সংশোধন সমীচিন ও প্রয়োজনীয়ঃ

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই আইন আইন কমিশন (সংশোধন) আইন, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। আইনের ২ ধারার সংশোধন।- আইনের ২ ধারার দফা (গ) এর পর নতুন দফা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(ঘ) "সরকার" অর্থে, বিষয় বা প্রসংগে অন্যরূপ আবশ্যক না হইলে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে বুঝাইবে।

৩। আইনের ৫ ধারার সংশোধন।- আইনের ৫ ধারার (২), (৩) ও (৪) উপ-ধারায় ব্যবহৃত "সরকার" শব্দসমূহের প্রতিস্থলে "রাষ্ট্রপতি" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর (২) উপ-ধারার পর নিম্নবর্ণিত মতে (২ক) এবং (২খ) উপ-ধারা এবং (৬) উপ-ধারার পরে নিম্নরূপ (৭) উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(২ক) কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য পদে নিয়োগে লাভের উপযুক্ত হইবেন না, যদি না তিনি সুপ্রীম কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা এ্যাডভোকেট, সরকারের সচিব পদ মর্যাদার কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা কমিশনের গবেষণাকার্যে অন্যূন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়া থাকেন।

(২খ) সুপ্রীম কোর্টের কর্মরত বিচারক কিংবা কর্মরত বিচার বা নির্বাহী বিভাগীয় কর্মকর্তাকে কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ করা হইলে উক্তরূপ নিয়োগ দ্বারা তাহার চাকুরীর বেতন, ভাতাদী, পদবী এবং অপর সকল মৌলিক সুযোগ-সুবিধাদীর কোন তারতম্য হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির এবং সদস্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের মর্যাদা প্রাপ্ত হইবেন।

(৭) সরকার কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে অনূর্ধ তিন বছর মেয়াদের জন্য কমিশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খন্ডকালীন অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ সদস্যের নিয়োগের অপরাপর যাবতীয় শর্তাবলী কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"

৪। আইনের ৬ ধারার সংশোধন।- আইনের ৬ ধারার (ঙ) এবং (ঝ) দফাদ্বয় বিলুপ্ত হইবে।

৫। আইনে ৬ক ধারার সন্নিবেশ।- আইনের ৬ ধারার পর নিম্নরূপ ৬ক নতুন ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"৬ক। কমিশন উহার কর্তৃক সম্পাদ্য প্রতি দুই বছরের একটি কর্ম পরিকল্পনা পূর্ববর্তী বছরে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রস্তুত করিবে এবং অতঃপর উহা সরকারের নিকট পেশ করিবে। সরকার উক্ত কর্ম বিষয়ে উহার মতামত ৩০শে নভেম্বর এর মধ্যে কমিশনকে অবগত করিবে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনা অন্তে কমিশন উক্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করিবে। চূড়ান্ত পরিকল্পনা কমিশন ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে অবহিত করিবে এবং সরকার উহা সংসদকে অবহিত করিবে।"

৬। আইনের ৭ ধারার সংশোধন।- আইনের ৭ ধারার (৪) উপ-ধারার পরে নিম্নরূপ (৫), (৬), ও (৯) উপ-ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(৫) কমিশন উহার গবেষণাকার্যে প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক অভিজ্ঞ পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে। এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশন পরামর্শকের নিয়োগের যাবতী নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং তদ্‌উদ্দেশ্যে পরামর্শকের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া নিবে।

(৬) কমিশন উহার গবেষণাকার্যে আবশ্যক মনে করিলে গবেষণাকার্যের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কমিশনে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরামর্শ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ব্যক্তি উহার বিবেচনায় অনূর্ধ্ব পাঁচশত টাকার সম্মানী প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) পূর্ববর্তী (৫) ও (৬) দফার উদ্দেশ্যে সাধনকল্পে কমিশন উহার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় রাজস্ব বাজেটে আবর্তক খাতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত খাতে বরাদ্দ করার জন্য সরকারকে অনুরো পারিবে, এবং এইরূপ অনুরোধ যথার্থ হইলে সরকার উহা রক্ষা করিবে।

(৮) কমিশন উহার গবেষণাকার্যে আবশ্যক মনে করিলে সংশ্লিষ্ট গবেষণাকার্যে অভিজ্ঞতা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত এমন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে, অনুর্ধ্ব ৩০ দিনের জন্য সাময়িকভাবে কমিশনে ন্যস্ত করিতে সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ অনুরোধ যথার্থ বিবেচিত হইলে সরকার করিবে।

(৯) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভূক্ত সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ আইন কমিশনকে উহার দা যাচিত হইলে সহায়তা প্রদান করিবে। অত্র দফার উদ্দেশ্য সাধন কল্পে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভূক্ত গণ্য হইবে।"

৭। আইনে ৭ক ধারার সন্নিবেশ।- আইনে ৭ ধারার পর নিম্নরূপ ৭ক ও ৭খ নতুন ধারা সন্নিবে যথাঃ-

"৭ক। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশন উহার গবেষণা ও সুপারিশ প্রদান কার্য পা স্বাধীন থাকিবে০।"

৭খ। (১) কমিশনের নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক উক্ত তহবিল পরিচালিত হই

(২) কমিশনের তহবিল সরকার হইতে অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে প্রাপ্ত অর্থ এবং দান, সাহায্য, ম কোন মাধ্যম হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, খন্ডকালীন অবৈতনিক সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদী, সম্মানী ও কমিশনের গবেষণা কর্মে ব্যয়িত অর্থ সহ কমিশনে বিধিসম্মত খরচাদি নির্বাহ করা হইবে।"

৮। আইনের ৮ ধারার সংশোধন।- আইনের ৮ ধারার (১) উপ-ধারার শেষাংশে অবস্থিত দাড়ি চিহ্নটি বিলুপ্ত হইয়া তদস্থলে একটি কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশসমূহ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর শূন্য পদে কমিশন সরাসরি নিয়োগ দান করিতে পারিবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কমিশন উহার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টেকনিক্যাল প্রকৃতির শূন্য পদে জরুরী প্রয়োজনে অনূর্ধ ছয় মাসের জন্য এডহক (সাময়িক) ভিত্তিতে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ কম্পিউটার প্রোগ্রামারের পদ টেকনিক্যাল প্রকৃতির পদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।"

৯। আইনের ৯ ধারার সংশোধন।- আইনের ৯ ধারায় নিম্নরূপ সংশোধন হইবে, যথাঃ-

(ক) *আইনের ৯ ধারার (২) উপ-ধারার "সরকারের নিকট দাখিল করিবে" শব্দ সমূহের পরবর্তী শব্দসমূহ এবং দাড়ি চিহ্নটি বিলুপ্ত হইবে।*

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(৩) কমিশন কর্তৃক দাখিলী প্রতিবেদন যতদূর সম্ভব স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবে এবং এইরূপ প্রতিবেদন নতুন আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইনের সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ সম্বলিত হইয়া থাকিলে কমিশন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তদ্‌বিষয়ে খসড়া বিল প্রতিবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৪) সরকার কমিশনের নিকট হইতে কোন বিষয়ে সুপারিশ সম্বলিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে, ঐরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) কমিশন উহার বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং অন্য কোন বিষয় প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি বিবিধ প্রয়োজনে ও গণলভ্যার্থে মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সরকারীভাবে সরকারী মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশ করিতে পারিবে।"

১০। আইনের ৯ক ধারার সন্নিবেশ।- আইনে ৯ ধারার পর নতুন ৯ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"৯ক। কমিশন ও সরকার প্রতি চার মাসে অন্ততঃ একটি সমন্বয় সভা করিয়া আইন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্জিত বা চলমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবে, এবং উক্তরূপ পর্যালোচনার ফলাফল কমিশন এবং সরকার ভিন্ন ভিন্নভাবে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আকারে জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিকে অবহিত করিবে।"

১১। আইনে ১০ক ধারার সন্নিবেশ।- আইনের ১০ ধারার পর নিম্নরূপ নতুন ১০ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১০ক। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের প্রামাণিক ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।"